১০-০৪-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন ভক্ত এবং বাচ্চাদের রক্ষক, ভক্ত বৎসল। পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বাবার, বাচ্চাদের নয়।"

প্রশ্ন:- প্রত্যেক কল্পে বাবার কর্তব্য কি? কোন চিন্তা কেবল বাবারই থাকে?

উত্তর:- বাবার কর্তব্য হল বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানানো, সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেওয়া। কেবল বাবারই এই চিন্তা থাকে যে আমি গিয়ে আমার সন্তানদের সুখী বানাব।

গীত:- দর্পণে আপন মুখ দেখ্ হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। এটা কে বলছে ? বাবা বলছেন, যাঁকে সর্বোচ্চ কর্তা বলা হয়। বাবার মহিমা তো করে, বাবাকে মুক্তিদাতা, গাইড ইত্যাদিও বলে। তিনি সকলের সদগতি করেন, সকলের দুঃখ হরণ করেন এবং সুখ দান করেন। এটা বোঝে যে তিনি হলেন পরমধামের নিবাসী। কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। সকল ভক্ত হল সন্তান এবং ভগবান হলেন বাবা। এটা তো সমস্ত বাচ্চাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমাদের বাবাই হলেন দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। ওঁনার নামে গায়ন আছে - তিনি হলেন ভক্ত বৎসল। এই নাম কোনো গুরু গোসাইকে দেওয়া যাবে না । ভক্ত এবং বাচ্চারা তো অনেক, তাদের ওপর এক বাবাই দয়া করেন। কেবল বাবা এসেই সমস্ত দুনিয়াকে সুখ-শান্তি দেন। এটা বোঝে যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকে স্বর্গ বা বৈকুন্ঠ বলা হয়। এখন তো কলিযুগ, তাই বাবার অনেক চিন্তা। লৌকিক বাবারও চিন্তা হয়। ইনি তো হলেন বেহদের বাবা। এটা জানা উচিৎ যে এক বাবাই সকল ভক্তের কল্যাণ করেন, তাঁরই এই চিন্তা থাকে যে গিয়ে বাচ্চাদের সুখী বানাব। যখন মানুষের জীবনে সমস্যা আসে তখন সবাই ঈশ্বরকে স্মরণ করে, ডাকতে থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা রক্ষা কর। এখন তোমাদের সম্মুখে বাবা বসে আছেন। বাবা বলছেন আমি কি খেয়াল করিনি যে এখন সবাই পতিত হয়ে গেছে। আমি গিয়ে সবাইকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানাই। প্রত্যেক কল্পে এটাই আমার কর্তব্য। হয়তো এইসময় সবাই ডাকছে কিন্তু সেই ভালবাসা নেই। এখন তোমরা পুরো নাটকটা বুঝে গেছ। বাবা বলছেন আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি। অন্তত আমার কথা তো মেনে চল। সন্ন্যাসীরাও এই বিকারকে ত্যাগ করে। তারা হদের সন্ন্যাস করে। আমাদের হল বেহদের সন্ন্যাস অর্থাৎ সমগ্র পুরাতন দুনিয়ার থেকে সন্ন্যাস। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা এখন বাস্তবে আছে। বোর্ডও লাগানো আছে। কত সন্তান, সবাই বলে মাম্মা-বাবা। মহাত্মা গান্ধীকেও জাতির জনক বলা হয়। তিনিও ভারতের পিতা ছিলেন। কিন্তু তাকে তো সমগ্র দুনিয়ার পিতা বলা যাবেনা। সমগ্র দুনিয়ার পিতা তো একজনই, যিনি বলেন কাম হল মহাশত্রু, এর ওপর বিজয়ী হও। এতে কোনো সুখ নেই। পবিত্র দেবী-দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। বাবা শুধু বলছেন বাচ্চারা, এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকলে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের আয়ু কল্পতরুর মত করে দেব। এটা খুবই সহজ, কিন্তু মায়া এমনই যে হারিয়ে দেয়। হয়তো ৪-৬ মাস পবিত্র থাকে তারপর আবার কোমর ভেঙে যায়। তোমরা জানো যে বাবা আগের কল্পের মতোই বোঝাচ্ছেন। কৌরব এবং পাণ্ডবদের ভাই-ভাই দেখানো হয়েছে, দূরের কোন গ্রাম বা দেশের নয়। পতিত পাবন বাবা এই অবিনাশী স্থান ভারতেই আসেন। এটা উনার জন্মভূমি। শিব জয়ন্তীও পালন করে। নিরাকার শিব পরমাত্মা জন্ম

নেন, তাঁর নাম হল শিব। কিন্তু তাঁর তো শরীর নেই। অন্যান্য সবার, এমনকি ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করেরও চিত্র আছে। একমাত্র ভগবানই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু এলেন কিভাবে? কখন এলেন? এটা কেউই জানেনা। শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করে। এখানেই সবথেকে বড় মন্দির আছে, সেখানেও লিঙ্গ রেখে দিয়েছে। তাহলে এটা বোঝা উচিৎ যে শিববাবা অবশ্যই আসেন। কিন্তু শরীর ছাড়া তো কিছুই হবেনা। আত্মা শরীর দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করে। আত্মা বেরিয়ে গেলে আর কিছুই করতে পারেন। শিববাবাও নিশ্চয়ই কিছু করেছিলেন। তিনি হলেন পতিত-পাবন কিন্তু কিভাবে এসে সবাইকে পবিত্র বানান সেটা কেউ জানেনা। বাবা এখন সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে নিজের পার্ট বাজাচ্ছেন। এটা গায়নও করে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। তাহলে পতিত দুনিয়াতে ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? পরমাত্মা নিজে বলছেন যে আমার তো শরীর নেই। আমি এর মধ্যে প্রবেশ করেছি। আমার নাম হল শিব। তুমি এসে আমার হয়েছো, তাই তোমাদেরও নাম বদল হয়। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে সন্ন্যাসী হলেও নাম বদল হয়। এখন বাবা সামনে উপস্থিত। যে ঈশ্বরকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছ তাকেই তোমরা চলতে চলতে ভুলে যাও। সন্ন্যাসীরা তো সুখকে মানেইনা, তারা সুখকে কাক-বিষ্ঠা সমান মনে করে। কিন্তু স্বর্গের নাম তো প্রসিদ্ধ। কেউ মারা গেলে বলে যে স্বর্গে চলে গেছে। নতুন দুনিয়াকে সুখধাম এবং পুরাতন দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয়। বাবা এত করে বোঝাচ্ছেন, তাহলে কেন তাঁর কথা সম্পূর্ণ মেনে চলব না? বাবা এসেছেন সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দেওয়ার জন্য। বাবার পার্ট হল সন্তানদের উত্তরাধিকার দেওয়া। কিভাবে নিরাকার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় সেটাও তোমারা জানো। ভগবান বলছেন তোমরা আমার পরিচয় কোথা থেকে পেয়েছ? আমি কি কৃষ্ণ নাকি ব্রহ্মা? না, আমি তো সকল আত্মাদের নিরাকার পিতা। এটা আর কেউ বলতে পারেনা। হয়তো নিজেকে শিবোহম বলে কিন্তু এটা বলতে পারবেনা যে আমিই সকল আত্মার পিতা। তারা নিজেকে গুরু বলে পরিচয় দেয়। সেখানে বাবাও মিলল না, শিক্ষকও মিলল না, একেবারে গুরু মিলে গেল। এখানে জ্ঞান হল যুক্তিপূর্ণ। এখানে আমিই তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। তিনি কিভাবে সমগ্র পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান এটা ভেবে আশ্চর্য হওয়া উচিৎ। বাবা, যিনি ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন, প্রতি পদক্ষেপে তাঁর মত অনুসারে চল। মায়া খুবই শক্তিশালী। বাবা-বাবা বলতে থাকে, পড়তেও থাকে কিন্তু মায়ার বশে এসে বাবাকে ছেড়ে দেয়। এইজন্য বলা হয় সজাগ থাকো। সন্তান যদি বাবাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে বলে যে আমি তোমাকে এত লালন-পালন করলাম আর আমাকে ছেড়ে দিলে। এখানে তো অন্যদের সেবা করতে হবে, অন্যকে নিজের সমান বানাতে হবে। এতে আমাকে সাহায্য করা হয়না। বাবাকে ছেড়ে দিলে বদনাম করে দেয়। কত সমস্যা হয়। অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। জ্ঞান যজ্ঞতে বিঘ্ন পড়ে। মায়া কত তুফান নিয়ে আসে। ভক্তিমার্গে এইরকম হয়না।

বাবা বলছেন - হে বুদ্ধিমান সন্তান, তুমি আমার মত অনুসারে চল। নিজের হৃদয় রূপী দর্পণে দেখা উচিৎ যে আমি কোনো বিকর্ম তো করিনি। বাবার হয়ে গিয়ে কোনো ছোট কোনো বিকর্ম করলেও একশ গুণ দন্ড পড়ে যায়। অনেক লোকসান করে দেয়। দেখতে হবে যে আমি আমার খাতাকে জমা করছি না কি করছি না। মায়ার ভূতকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এইরকম অবস্থা হলে তবেই বাবার হৃদয়ে স্থান পাওয়া যাবে এবং রাজসিংহাসনেও বসা যাবে। তোমরা এটাও বুঝতে পার যে আমি কি পদ পাব। তোমরা শিববাবার মন্দির বানাও আর তোমাদের মহল কত সুন্দর আর উঁচু হয়। আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই, তোমাদের কাছে অগাধ ধন-সম্পদ থাকবে। তারপর তোমরা আমার মন্দির বানাও। সমস্ত সম্পত্তি তো মন্দির বানানোর জন্য লাগাবেনা। এখন তোমরা

জানো যে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। ওখানে বিশ্ব-মহারাজনকে ধন দাতা বলা হবে। তিনি ভক্তি মার্গে কত বড় মন্দির বানিয়েছেন । তোমরাও বানিয়ে থাকো। ওখানে দ্বাপরযুগে সকল রাজাদের কাছেই মন্দির থাকে। সবার প্রথমে শিবের মন্দির তৈরি করে, তারপর দেবতাদের মন্দির বানায়। এখন বাবা তোমাদেরকে কত সত্য কথা শোনাচ্ছেন। এই পড়ার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত। তোমরা জানো যে পুরুষার্থ করে আমরা এইরকম হব, তাহলে কেন না শ্রীমৎ অনুসারে চলব। তোমরা ভুলে যাও কেন, এটা তো গল্পের মত। বাড়িতে মিত্র সম্বন্ধীরা এলে গল্প শোনায়। বাবাও তোমাদেরকে সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের গল্প শোনান। তোমরা ৫ হাজার বছর আগে বিশ্বের মালিক ছিলে। বাবা প্রতিদিন গল্প শোনান। তোমরা তাঁর সন্তান হয়ে যাও, নিজেকে রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার যোগ্য বানাও। এটা হল সত্য নারায়ণের কাহিনী। এই কাহিনী তোমাদেরকে বাবা শোনান, তারপর অন্যদেরকেও শোনাতে হবে অমর বানানোর জন্য। তারপর ভক্তি মার্গে তোমরা কথা শোনাবে। সত্য আর ত্রেতাযুগে তোমরা এই জ্ঞান ভুলে যাবে। বাবা কত সাধারণ ভাবে থাকেন, বলেন যে আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবাধারী। তোমরা যখন দুঃখী হয়ে যাও তখন আমাকে ডাকো, বলো যে আমাদেরকে এসে বিশ্বের মালিক বানাও। পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। মানুষ কিছুই বোঝেনা। তোমরা বোঝো যে বাবা আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছেন। তাই বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তোমাদেরকে অনেক সেবা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে ঘরে ফিরতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) রোজ নিজের হৃদয় রূপী দর্পণে দেখতে হবে যে কোনো বিকর্ম করে আমি নিজের অথবা অন্যের ক্ষতি তো করিনি। বুদ্ধিমান হয়ে বাবার মত অনুসারে চলতে হবে, সমস্ত ভূতকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

২) বাবা যে সত্য কথা শোনাচ্ছেন সেটা নিজে শুনে অন্যকেও শোনাতে হবে।

বরদান:- "আমি এবং আমার বাবা" এই বিধির দ্বারা জীবন মুক্ত অবস্থার অনুভব করে সহজযোগী হও।

ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ দেহ, সম্বন্ধ এবং সুযোগ-সুবিধার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। দেহের সম্বন্ধীদের দেহের সাথে সম্বন্ধ নেই কিন্তু আত্মিক সম্বন্ধ আছে। যদি কেউ কারোর বশে চলে যায় অর্থাৎ পরবশ হয়ে যায় তাহলে বন্ধন থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জীবনমুক্ত। যতক্ষণ কর্মেন্দ্রিয়ের আধার আছে ততক্ষণ কর্ম তো করতেই হবে কিন্তু সেটা কর্ম বন্ধন নয়, কর্ম সম্বন্ধ। যে এইরকম মুক্ত সেই সফলতামূর্ত। এর জন্য সহজ উপায় হল - "আমি এবং আমার বাবা" । এই স্মৃতিই সহজযোগী, সফলতামূর্ত এবং বন্ধনমুক্ত বানিয়ে দেয়।

স্লোগান:- আমি এবং আমিত্বের খাদকে সমাপ্ত করা অর্থাৎ খাঁটি সোনা হওয়া।